# ভিওআইপি বৈধ হলে বছরে ১৫০০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আসবে

- প্রথম বছর শুধু ভয়েস সার্ভিস খাতে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ২৫০০ দক্ষ লোকের।
- প্রথম ২ বছরে কল সেন্টারগুলোতে প্রায় ১ লাখ দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন হবে।
- ফাইবার ক্যাবল এবং ভি-স্যাটের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে ভয়েস ও এ সংক্রান্ত সার্ভিস প্রদান সম্ভব হবে।

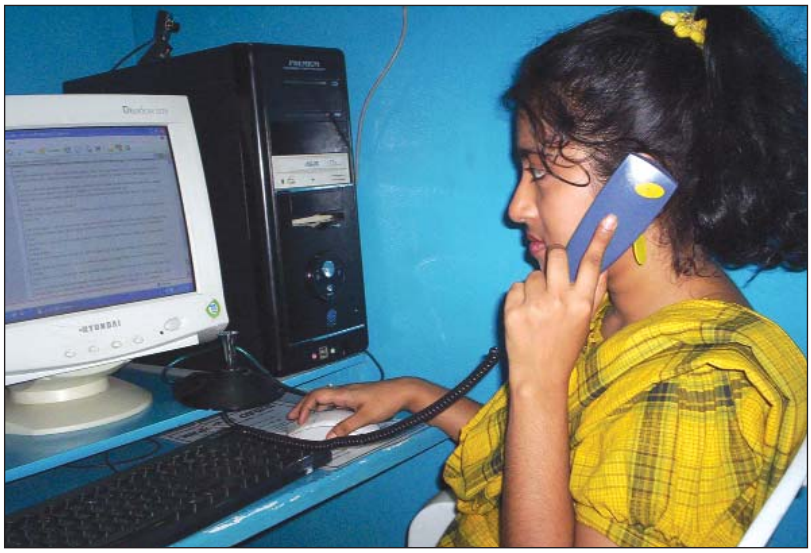

*লিখেছেন* **মোঃ আরাফাতুল ইসলাম**

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির বাজারে এক ধরনের পণ্য বেশ ভালো চলে। পণ্যের ধরনটি হচ্ছে অল ইন ওয়ান। এই পণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই ধরনের সব সেবাকে একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যে কেন্দ্রিভূত করা। অল ইন ওয়ান ধারণাটিকে ইংরেজি শব্দ কনভারজ দিয়েও বোঝানো হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বের এই অল ইন ওয়ান ধারণা এখন যুক্ত হচ্ছে আমাদের দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাতেও। এ দেশে একসময় ল্যান্ডফোন দিয়ে শুধু কথা বলাই চলতো। এরপর শুরু হয় ইন্টারনেট সেবা প্রদান। ল্যান্ডফোনে ডায়ালআপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান। দেশে চালু n‡"Q বেসরকারি ল্যান্ডফোন সেবা। ল্যান্ডফোন সেবা দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ভয়েস সেবার পাশাপাশি ডাটা সার্ভিসও দেবে ব্যবহারকারীদের। ফলে ইন্টারনেটসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবাও পাওয়া যাবে বেসরকারি ল্যান্ডফোন অপারেটরদের কাছ থেকে। ল্যান্ডফোনের পাশাপাশি এই মাস থেকে একটেলও জিপিআরএস পদ্ধতিতে মোবাইলে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করবে।

ল্যান্ডফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবা প্রদান নিঃসন্দেহে দেশে ইন্টারনেট প্রসারে ভালো ভূমিকা রাখবে। দেশের আইএসপিগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি ভিওআইপি এবং আইপি টেলিফোন সেবা অজ্ঞাত কারণে অবৈধ হয়ে আছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু জানান, 'বেসরকারি ল্যান্ডফোনগুলো ইন্টারনেট সার্ভিস দেবে যা নিঃসন্দেহে একটি ভালো দিক। কিন্তু সরকারের উচিত আমাদের দিকেও নজর রাখা। একটি সেক্টরকে পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দিয়ে অন্য একটি সেক্টরকে আটকিয়ে রাখা সরকারের উচিত নয়। ইতিমধ্যে বিটিটিবি ইন্টারনেট সেবা দিয়ে আমাদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আইএসপিদের জন্য ভিওআইপি এবং আইপি টেলিফোন সেবা বৈধ করে দেয়া হোক। তাহলে উভয় সেক্টরের মধ্যে সরকার সমতা রক্ষা করতে পারবে।'

আইএসপিগুলো কয়েক বছর ধরে ভিওআইপি এবং আইপি টেলিফোন সেবা বৈধ করার দাবি করছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সরকার এই সেবা দুটোকে কাগজে-কলমে বৈধ করছে না। অথচ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই এই দুটি সেবা বৈধ। এ বিষয়ে বিডিকম অনলাইন লিমিটেডের ডিরেক্টর সুমন আহমেদ সাবির জানান, 'সরকার নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভিওআইপি এবং আইপি টেলিফোন সেবা বৈধ করছে না। এই দুটি সেবা বৈধ করে দিলে আমরা আমাদের সেবার পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে পারবো। তখন আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা আইপি টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ পাবে। শুধু তাই নয়, আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ভিডিও টেলিফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং, ক্যাবল টেলিভিশন সেবা দিতেও সক্ষম হবো। কিন্তু সরকার আমাদের এসব সুবিধা দেয়ার সুযোগ দিচ্ছে না।' একই বিষয়ে

## 'ভিওআইপির মাধ্যমে অবৈধ ভয়েস সার্ভিস প্রদানকারীদের সম্পর্কে বিটিটিবি অবগত'

**আক্তারুজ্জামান মঞ্জু**
সভাপতি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

ভিওআইপি বৈধ করা হলে খুব কম খরচে দেশ থেকে বিদেশে এবং বিদেশ থেকে দেশে টেলিফোনে কল করা যাবে। বিদেশের সঙ্গে ভয়েস এবং ভিডিও কনফারেন্সিং করা সম্ভব হবে। এর ফলে অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি গার্মেন্টস শিল্পও ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫৫ লাখ বাঙালি বসবাস করছে। শুধু ভয়েস খাতে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসবে। প্রথম বছর ভয়েস সার্ভিস খাতে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ২৫০০ দক্ষ লোকের। আর প্রথম ২ বছরে কল সেন্টারগুলোতে প্রায় ১ লাখ দক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। কল সেন্টারের জন্য দক্ষ লোক তৈরি করতে ৪ থেকে ৬ মাসের ট্রেনিংই যথেষ্ট। সরকার রাজস্ব খাতেও প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবে। তবে এজন্য অবৈধ ভয়েস সার্ভিস প্রদানকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অবৈধ ব্যবসায়ীদের না আটকালে সরকার রাজস্ব হারাবে এবং বৈধ ভয়েস সার্ভিস প্রদানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমানেও অনেকে ভিওআইপির মাধ্যমে অবৈধভাবে ভয়েস সার্ভিস দিচ্ছে। এদের প্রত্যেকের ১০০ থেকে ৪০০ টেলিফোন লাইন আছে, যা ব্যবহার করে ভয়েস সার্ভিস দেয়া হচ্ছে। এই অবৈধ ভয়েস সার্ভিস প্রদানকারীদের সম্পর্কে বিটিটিবি অবগত। কারণ বিটিটিবির অবৈধ মদদ ছাড়া এতগুলো ফোন লাইন ব্যবহার করে ভয়েস সার্ভিস প্রদান সম্ভব নয়। তাই সরকার চাইলে খুব সহজেই তাদের আটকাতে পারে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি মোস্তফা জব্বার জানান, 'বর্তমান সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট কিছু লোক এখন অবৈধভাবে ভিওআইপি করছে। আর তাদের ব্যবসা যাতে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য সরকার ভিওআইপিকে বৈধ করছে না। অথচ ভিওআইপি বৈধ করা হলে সরকারের রাজস্ব খাতে আয় অনেক বাড়বে এবং এ দেশের আইএসপিগুলো ভয়েস এবং ডাটা সার্ভিস দিতে সক্ষম হবে। ফলে দেশে আউট সোর্সিংয়ের অনেক কাজ আসবে।'

আইপি টেলিফোন বৈধ করা হলে টেলিযোগাযোগ খরচ অনেক কমে যাবে। এ বিষয়ে সুমন আহমেদ সাবির জানান, 'আইপি টেলিফোন ব্যবস্থায় আমাদের প্রত্যেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একটি করে ফোন নাম্বার পাবেন। এর মাধ্যমে তারা আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে কথা বলা বা ভিডিও টেলিফোন করতে পারবেন। আমরা আমাদের নেটওয়ার্ককে বিটিটিবির সঙ্গে যুক্ত করলে আইপি টেলিফোন ব্যবহারকারীরা বিটিটিবির নম্বরগুলোতেও কথা বলার সুযোগ পাবে। এভাবে আমরা অন্যদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ আইপি টেলিফোন সেবা দিতে সক্ষম হবো। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আইপি টেলিফোনের মাধ্যমে খুবই কম খরচে দেশের এবং দেশের বাইরে কথা বলা যাবে।'

বেসরকারি ল্যান্ডফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবা প্রদান বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মতামত দিয়েছেন স্কাইবিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব চৌধুরী। তিনি বলেন, 'ল্যান্ডফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবা নিয়ে আইএসপিদের টেনশনের কোনো কারণ নেই। কারণ ওয়্যারলেস ল্যান্ডফোন অপারেটররা চাইলেই ইন্টারনেট সেবা দিতে পারবে না। আমাদের দেশের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের অবস্থা বেশ নাজুক। তার ওপর ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে ইন্টারনেট নিতে গেলে অনেক খরচের ব্যাপার থাকে। একটি সাধারণ মানের ওয়্যারলেস ল্যান কার্ডের সর্বনিম্ন মূল্য হচ্ছে ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা। হোম ইউজারদের এতো টাকা খরচ করে ইন্টারনেট সেবা নেবার প্রশ্নই আসে না। বরং আইএসপিদের আইপি টেলিফোন সার্ভিস দেবার সুযোগ দিলে ল্যান্ডফোন এবং মোবাইল অপারেটররা বিপদে পড়ে যাবে। কারণ তখন ভয়েস কলের খরচ অনেক কমে যাবে। তাই ল্যান্ডফোন অপারেটররা আগে মাঠে নামুক। তারপর দেখা যাবে তারা কতখানি ইন্টারনেট সেবা দিতে পারে। তবে সরকারের উচিত, ভিওআইপি এবং আইপি টেলিফোন বৈধ করে দেয়া।'

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫৫ লাখ বাঙালি বসবাস করছে। তাদের অনেকেই দেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। ভিওআইপি বৈধ করা হলে প্রথম দিকে প্রায় ২৫ শতাংশ বিদেশে বসবাসরত বাঙালি এ সার্ভিস নেবে। তারা প্রতি মাসে ভয়েস সার্ভিসের পেছনে গড়ে ২০ ডলার ব্যয় করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১ ইউএস ডলার রেট হচ্ছে ৬৪ টাকা। বর্তমান ডলার রেটে প্রতি বছর ভয়েস সার্ভিস থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আসতে পারে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। এর মধ্য থেকে ২৫ শতাংশ ব্যয় হবে বিদেশে কার্ড বিক্রি, মার্কেটিং ইত্যাদি খাতে। বাকি প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশেই আসবে। পাশাপাশি ফাইবার অপটিক বা ভিস্যাটের মাধ্যমে সারা দেশে ভয়েস সার্ভিস ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। ফলে ভয়েস সার্ভিস খাতে প্রথমেই প্রায় ২৫ হাজার দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে। ভিওআইপি বৈধ হলে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই কল সেন্টারের ব্যবসা শুরু করবে। প্রথম দুই বছরে এ খাতেও প্রয়োজন হবে প্রায় ১ লাখ দক্ষ কর্মী। সবকিছু মিলে ভিওআইপি বৈধ হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন লাভবান হবে, তেমনি বেকারত্বের হারও কমবে অনেকখানি।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং নেপালও ভিওআইপির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। বর্তমানে ভিওআইপি বৈধ করার জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

মডেল : **মুন্নি**, ছবি : **লেখক**